চর্বিত চর্বন

(একটি মুক্ত নাটক)

চরিত্র সমূহ

প্রথম ব্যক্তি : এই শহরে একজন সদ্য প্রবাসী যুবক
দ্বিতীয় ব্যক্তি : একজন প্রবাসী কবি
তৃতীয় ব্যক্তি : একজন অগ্রজ প্রবাসী

(মোবাইল ফোন টিপতে টিপতে প্রথম ব্যক্তির মঞ্চে প্রবেশ, ফোন কানে ধরবে - লাইন পাবেনা, চোখে মুখে বিরক্তির চিহ্ন , একটু পায়চারী , অত: পর দুটো হাত পেন্টের পকেটে পুরে একদিকে তাকিয়ে স্থির ভাবনায় দাঁড়াবে)

নেপথ্য কন্ঠ :
কোথায় বৈশাখের সেই রুদ্র খরতাপ
কোথায় কাল-বৈশাখীর প্রলয় উন্মাদনা
কোথায় জীর্ণ- পুরান ভেঙ্গে নতুনের সাজ
কোথায় বেলুন বাঁশি বায়স্কোপের মেলা
কোথায় শাড়ীতে পাঞ্জাবিতে বাঙালিয়ানা
কোথায় বাংলার স্বকীয় সৌন্দর্যের বেলাভূমি
কোথায় মহাজনের দোকানের হালখাতার মিষ্টি ;

সব ফেলে,
পৃথিবীর এক প্রাণহীন প্রাচুর্যের শহর নাগয়াতে
একটা ডিগ্রী আর দুটো পয়সার জন্য
আমি ছেড়ে আছি তোমাকে - হে দেশ,
হে আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ |

এই প্রথম অনলাইন এ বাংলা পত্রিকা পড়ে
আমাকে জানতে হলো আজ পহেলা বৈশাখ |
আজ বাংলার নববর্ষ | আমাদের শুভ নববর্ষ |

(মোবাইলটা বের করে ফোন করার চেষ্টা , লাইন পাওয়া গেলো)

প্রথম ব্যক্তি : হেলো | হেলো লতিফা | হ্যা , লতি আমাকে শুনতে পাচ্ছ ? হ্যা , শুভ- নববর্ষ | ভালো , কিন্তু এই মুহূর্তে দেশের সব-কিছুর জন্য খুব মন খারাপ লাগছে | আরে, তোমার জন্য তো মন খারাপের শুরু | মনে আছে , গেলো পহেলা বৈশাখে একসাথে রমনাতে ছিলাম | ইলিশ নাপেয়ে আমরা ঝাটকা-পান্তা খেয়েছিলাম | আর তুমি বারবার বোমাতন্কে ছটফট করছিলে | হ্যা , বাঙালি ? প্রচুর বাঙালি আছে এখানে | এই যে বৈশাখী আড্ডা জমেছে | না, কোনো বটতলায় নয় |

এক্কেবারে এয়ারকন্ডিশন ঘরের মধ্যে | আমি এখন ওখানে | কেবলি সেরেছি জব্বর ভুরি-ভোজন | আরে কি ছিল না মেনুতে - সেটা জিজ্ঞেস কর ! শুটকি , ইলিশ, ভর্তা সবিই | তবু এখন নিজেকে মধু মধু লাগছে | উনার সে কবিতাটি মনে পড়ছে, -- হে বঙ্গ ভান্ডারে তব --- হেলো ! হেলো লতি ! ল – দুউর ছাই, বাংলাদেশের ফোন লাইন গুলো না - -

(দ্বিতীয় ব্যক্তির হাসি মুখে প্রবেশ)

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আরে দেশী ভাই, শুভ নববর্ষ |
কি, মনে হচ্ছে বেশ বিমর্ষ ?
আমিও আপনার মত স্বদেশের কষ্ট সয়ে
এক অভাগা প্রবাসী বুকভরা বেদনা লয়ে,
আজ আপনাকে পেয়ে বৈশাখের দ্বিপ্রহরে
মনের দুটো কথা কবো দেশকে স্বরণ করে |

প্রথম ব্যক্তি : আচ্ছা , আচ্ছা , শুভ নভবর্ষ , শুভ বৈশাখী দুপুর |

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ভাই কি নতুন এখানে এলেন ?
দেশকে বুঝি খুব মিস করছেন ?

প্রথম ব্যক্তি : আহহা, কবি ভাই, - বাংলায় বলেন | অন্তর পুড়ে | অন্তর পুড়ে | আহহারে দেশ !
আহাহারে কীর্তণখোলা নদী !

যে নদীতে সাঁতার কাইটা বড় হইছি আমি

যে নদীতে আমার মায়ে কলসিত নিত পানি ---(সুরে)

আহহারে ---

দ্বিতীয় ব্যক্তি : সত্যিই, নদীমাতৃক বাংলার নদী
হৃদয় জুড়ে আছে নিরবধি |
আমাদের ছোট নদী , চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে
ভাই, হাঁটু জল থাকে এখনো ?

প্রথম ব্যক্তি : কোন নদীর কোথায় হাঁটু জলের খবর নিচ্ছেন জানিনা | তবে দেশে এখন জল-নদী এসব নিয়ে বহুত সমস্যারে ভাই |

দ্বিতীয় ব্যক্তি : সমস্যা ?

প্রথম ব্যক্তি : ছোট বড় সব নদী এখন দূষণ আর দখলের কবলে | আর জল, সে নিয়ে তো

ইন্ডিয়ার সাথে চুক্তি হয় আর ভাঙ্গে | প্রতিনিধি যায় , প্রতিনিধি আসে | কিন্তু জল পানি কিছুই আসে না |

দ্বিতীয় ব্যক্তি : তাহলে ওই বিখ্যাত কবিতাটির কিহবে এবার !
নাকি দিন বদলের পালায় কবিতা হবে সংস্কার ?

প্রথম ব্যক্তি : সেটা কি রকম ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আমাদের নদীগুলো ভরাট আর দখলে
আজ নদীমাতৃক নামটাই গেলো বিফলে

প্রথম ব্যক্তি : তা মন্দ বলেন নাই | শুনেন , এর জন্য দায়ী কে জানেন ? দায়ী আমাদের কপাল | কেউ কথা রাখে না | প্রতিশ্রুতি আছে আনলিমিটেড আর বাস্তবায়ন - লিমিটেড | তারপর ও উন্নয়নের জোয়ার ,- বুঝলেনতো |

দ্বিতীয় ব্যক্তি : এটাই কি গণতন্ত্রের আশির্বাদ ?
তবে, কোথায় মানুষের স্বপ্ন-স্বাধ ?

প্রথম ব্যক্তি : গণতন্ত্র ! তাতো দৌড়ের উপর থাকে | আর স্বপ্ন ! সেটা দুই ভাগ | এনালগ এবং ডিজিটাল | মনে করেন পদ্মার এপার আর ওপার |

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আহহারে পদ্মা !
এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে
আমার রাখল মন গান গেয়ে যায় -----(সুরে)

আচ্ছা ভাই, আজো কি গান গায় ?

প্রথম ব্যক্তি : আরে ভাই, আজকাল নদীর পারে কেউ গান টান গায় না | কারো ঐরকম সময় নাই |

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আহহারে তবে , গানের কি হবে ?

প্রথম ব্যক্তি : ব্যঙ্গের ছাতার মত দেশে গজিয়েছে প্রচুর টিভি চ্যানেল | সেখানে চলছে স্টার তৈরীর জমজমাট ব্যবসা | নদী-গ্রাম, কাজ-কর্ম, লেখা-পড়া ছেড়ে সবাই ঢাকায় সুরের বন্যা বিয়ে দিচ্ছে | আপনি দেখছি কিছুই জানেন না |

দ্বিতীয় ব্যক্তি : শুনি, দুর্নীতিবাজের জায়গা হয়না জেলে
অথচ দেশটা ভরলো বুঝি চ্যানেলে চ্যানেলে,
আর এসবের পারমিশান দিচ্ছে কেন সরকার ?
পেটে নাই ভাত, বাড়তি বিনোদনের কি দরকার ?

প্রথম ব্যক্তি : কি বলবো ভাই, কার পকেট কিভাবে ভরে | কে আছে কোন ধান্ধায় | সব ধোঁয়ায় অন্ধকার | আমরা সাধারণ মানুষ , রুটি রুজির সন্ধানে দেশ-বিদেশে ঘুরি | আমাদেরতো নুন আনতে পান্তা ফুরায় |

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ও পান্তা !
হায়রে আমার পান্তা ইলিশ
হায়রে সুখের কোল বালিশ
হায়রে আমার সোনার বাংলা
হায়রে দারুন রেব -পুলিশ

প্রথম ব্যক্তি : ছন্দ দিয়ে অন্তমিলেতো ভালই ডেলিভারী দিচ্ছিলেন | তো, খামাখা পুলিশ ঢুকালেন কেন ? ছন্দের প্রয়োজনে ? নাকি অন্য রহস্য ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আরে না ভাই, রহস্যের কিছু নয়
দেশের কথা উঠলে সবি মনে হয়

প্রথম ব্যক্তি : ও, তাহলে পুলিশের পেঁদানি খেয়ে দেশ ছেড়েছেন ? নাকি রিমান্ডের ভয়ে পালিয়েছেন ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (ইতস্তত) এহহে !!!!!
দেখুন, দেশে একদা জড়িত ছিলাম রাজনীতির অঙ্গনে
তাই পুলিশ, প্রশাসন, আমলা, তদ্বির সঙ্গতই পড়ে মনে |

প্রথম ব্যক্তি : বুঝেছি, গাজাখোরি ছন্দের মিল |

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ভাই, আপনি ফালতু একটা তর্ক জুড়ে কিনা
আমার প্রিয় সাহিত্য চর্চাকে করছেন ঘৃনা ?

প্রথম ব্যক্তি : আরে না, না | হে, হে, হে -------

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে --- (২)(সুরে)
ভুল কথা দিয়ে তর্ক ছাড়াই তো গানটা করেন

যত সামান্য ব্যাপারে কেন ভুলটা আমার ধরেন ?

প্রথম ব্যক্তি : দেখুন, আপনি কিন্তু অনেক স্পর্ধা দেখাচ্ছেন | কবিগুরুর ভুল ধরছেন | খবরদার বলে দিচ্ছি |

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আরে রবীন্দ্রনাথতো আমাদের সবার !
মুক্ত আলোচনায় কি আছে ক্ষেপার ?
বলুন কেউ যদি আটকা পড়ে তালা বদ্ধ ঘরে
লোকে তাকে তালা ভেঙ্গেইতো উদ্ধার করে |

সেখানে চাবি ভেঙ্গে কথাটা কি সঠিক?

প্রথম ব্যক্তি : সঠিক-বেঠিক জানিনা | তবে এইসব স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দিবেন না | প্রাণনাশের হুমকি আসতে পারে |

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আচ্ছা, নাইবা দিলাম হাত, এটা সেন্টিমেন্টের বেপার
অনেক কথা হলো তবে, আপনার নামটা বলুন এবার !

প্রথম ব্যক্তি : নাম নিয়েইতো ভীষণ চিন্তায় আছিরে ভাই |

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আরে আজব কথা যেন
নাম নিয়ে চিন্তা কেন?

প্রথম ব্যক্তি : ভাইরে, মা-বাপে নাম রাখার সময়তো কোনো বেকআপ রাখেন নাই |

দ্বিতীয় ব্যক্তি : বেকআপ মানে ?

প্রথম ব্যক্তি : দেখছেন না, কি ভাবে নাম পরিবর্তনের হাওয়া বইছে দেশে | একটাই মাত্র নাম, পাল্টে দিলে আবার কি নামে পরিচিত হব, বলুন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : সেতো দেশী রাজনীতির চলমান প্রক্রিয়ার ধরন
জনগনের আশা-আখাঙ্কার খন্ডিত বাস্তবায়ন
তাছাড়া ওসব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত
আপনি কেন হচ্ছেন এত বিভ্রান্ত ?

প্রথম ব্যক্তি : বিভ্রান্ত মানে? কি বলছেন? আরে ভাই জাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন ! হিসাব-নিকাশের বেপার | হাজার-হাজার, কোটি- কোটি টাকা - নাম বদলে খরচ হচ্ছে | এইগুলো কার টাকা?
আপনার আমার মত সাধারণ মানুষের শ্রমের- ঘামের আমানত | ভোট দিয়েছি বলে কি মাথা বিক্রি করেছি নাকি? যাচ্ছেতাই দেখতে হবে, মানতে হবে |

দ্বিতীয় ব্যক্তি : সত্যকে মেনে নেয়া অভিশাপ মুক্তি
ইতিহাস বিকৃতির নেই কোনো যুক্তি

প্রথম ব্যক্তি : এই মিয়া, থামেন | আর একটা ছন্দ আওড়াবেন না | তাহলে কিন্তু চেহারার আকৃতি পাল্টে যাবে বলে দিচ্ছি ।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আরে, আসমান ভেঙ্গে মাথায় পড়ল যেন

ষাঁড় এর মত এভাবে চেচাচ্ছেন কেন ?

প্রথম ব্যক্তি : কি আমি ষাঁড় ? কত বড় সাহস ! বেটা দালাল ! চাইমচা ! খবরদার বলে দিচ্ছি !

দ্বিতীয় ব্যক্তি : এই মিয়া মুখ সামলে কথা বলেন

আপনি কিন্তু সীমা লঙ্গন করছেন !

প্রথম ব্যক্তি : কেন ? মুখ সামলাবো কেন ? বেটা তোমার কবিগিরি আজ ছুটাবো, দাড়াও | এই ধর ধর !

দ্বিতীয় ব্যক্তি : এই অসভ্য , ছোট লোক !
সাবধান ! রাঙাবেনা চোখ

প্রথম ব্যক্তি : ধর শালারে , ধর , মার

দ্বিতীয় ব্যক্তি : এই বেটা খবরদার ,

বুঝেছি তুই তাবেদার !

প্রথম ব্যক্তি : তুই সুবিধাবাদী , তুই ভন্ড , বর্ণচোরা , হারামজাদা

(তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ, উত্তেজিত পরিবেশ সামাল দিতে দুজনার মাঝে অবস্থান)

তৃতীয় ব্যক্তি: আরে, এইযে ভাই থামুন, থামুন, থামুন !

এবার দুটি কথা একটু মন দিয়ে শুনুন !

এই যদি হয় আমাদের জাতীয় চরিত্রের ছবি
তাহলে দেশের ভবিষ্যত কি ? জনাব কবি |

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আপনি কিন্তু আমাকে একাই দোষী করলেন
একহাতে কি তালি বাজে ? ওর উত্তরটাও নেন

তৃতীয় ব্যক্তি: আরে না, না, এটা দোষা-দুষীর কিছু নয়

বলুন সাহেব, আমাদের কি পরিচয় ?

প্রথম ব্যক্তি : শুনেন ভাই, আমরা বাঙালি না বাংলাদেশী

চল্লিশ বছর পরও তা নিয়ে আছে রেষারেষি

সুতরাং পরিচয় নিয়ে আর কি হবে
দেবার মত কিছু থাকলেতো দিব তবে |

দ্বিতীয় ব্যক্তি : অবশেষে বেশ ছন্দের মিলে
ভাইয়ের কথার যে উত্তর দিলে
আমার মনের কথাটাও তাই
এই রেষারেষির অবসান চাই |

তৃতীয় ব্যক্তি: হা - হা- হা
এসব তুচ্ছ কথা লালন করে আর কত হবে বিভক্তি
কোন পথে যাচ্ছে আমাদের চেতনা, ঐক্য এবং জাতীয় শক্তি ?

কত মূল্যহীন ইসু , বিতর্কের মাঝে নিরবে কাঁদে
নানান সেন্টিমেন্টে খন্ডিত জাতি হিংসা বিবাদে

সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে নিজেদের মাঝে কমালে ব্যবধান
পরমত সহিষ্ণুতায় অবশ্যই হবে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান

আমরা এক মায়ের সন্তান, একটি মাত্র পরিচয় বিশেষ
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গর্ব করে বলবো আমাদের বাংলাদেশ

আসুন, কাদা ছোড়া-ছুড়ি থেকে সরে দাঁড়াই
ধরুন, সবে মিলে একসাথে জাতীয় সঙ্গীত গাই ---

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি (২)
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ,
সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

সমাপ্তি

রচনায় :
অপু / মার্চ,২০১০
ssrapusyt@yahoo.com